৩) শাক্যমুনির পৃষ্ঠপোষকরূপে কনিষ্কের কৃতিত্ব।

\> বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের পর অশোকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এরপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার স্তিমিত হয়ে যায় কিন্তু কুষাণ যুগে কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম আবার নতুনভাবে প্রচারিত হতে থাকে। সমকালীন মুদ্রা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আলেকজান্ডার কানিংহাম কনিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে কনিষ্কের ভূমিকার কথা ~~স্মরণ~~ কারনা করে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর 'The Political History of Ancient India' গ্রন্থে বলেন যে 'প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কনিষ্ক রাজ্য বিজেতা অপেক্ষা শাক্য মুনির ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বেশি গৌরবময় হয়ে আছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে কনিষ্কের মুদ্রাগুলি গুরুত্ব-পূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল। কনিষ্ক তাঁর মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্তি ও বাণীর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের বার্তা প্রসার করেন এছাড়াও তিনি বুদ্ধদেবের মানবীক গুণগুলি তুলে ধরেন পেশোয়ারে খনন কার্যের ফলে খরোষ্ঠী লিপি সম্বলিত ধাতু নির্মিত একটি লেকাম যুক্ত চিরকুট পাওয়া গেছে। এটি থেকে জানা যায় কনিষ্ক সর্বাস্তিবাদীদের এই পাত্রটি দান করেন। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত একটি গাছের ছালের পান্ডুলিপিতে সর্বাস্তি-বাদীদের কথা জানা যায়। মার্কিন গবেষক রিচার্ড সালমান আশা প্রকাশ করেন যে চিরকুটের বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধার করতে পারলে বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি পেত।

কনিষ্কের বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার অন্যতম প্রধান অবদান ছিল আনুমানিক ১০০ খ্রি. অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির আহ্বান। কাশ্মীরের কুন্দন বনবিহারে, মতান্তরে পাঞ্জাবের জলন্ধরের কুবন মঠে এই সম্মেলন বসেছিল। আবার অনেকে এই অভিমতও দেন এটি গান্ধারে অনুষ্ঠিত হয়, তবে সাধারণভাবে হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুসারে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এর সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত দার্শনিক বসুমিত্র এবং সহ সভাপতিত্ব করেন ~~ঐতিহাসি~~ অশ্বঘোষ।

হিউয়েন সাঙ ও তারানাথের বিবরণী থেকে জানা যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ-ও সংঘাত দূর করে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার জন্য

সমবেত কনিষ্ক চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তার টীকাভাষ্য রচনা করাও এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা হিসাবে বহু টীকা রচিত হয় যা বিভাষা শাস্ত্র নামে পরিচিত।

চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলনে প্রায় ১৮ টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এবং ত্রিপিটকের মূল সূত্রগুলি এখানে স্থাপিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত আলোচিত যাবতীয় বিষয় একটি তাম্রপাত্রের গায়ে লিখে একটি স্তূপের নীচে রাখা হয় বলে হিউয়েন সাং বর্ণনা করেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সমিতির অধিবেশন বড়ো বিষয় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এখানেই বৌদ্ধধর্মের মহাযান ও হীনযান দুটি বিভাগের উৎপত্তি নিয়ে আসে, মহাযান কথাটির অর্থ মহান পথ, মহাযান ধর্মমত হীনযানের তুলনায় অনেক বেশি উদার। হীনযানের আদর্শ অর্হৎবাদ বা ব্যক্তির মুক্তি কিন্তু মহাযানে ব্যক্তি মুক্তির পরিবর্তে বোধিসত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। বোধিসত্ত্ব বলতে এমন এক মহাশক্তির কল্পনা করা হয়েছে যে মানুষের অধিকার মাত্রই বুদ্ধত্ব লাভ করবে। মহাযান ধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজার প্রচলন। হীনযানেরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্রাট কনিষ্ক নিজে মহাযান ধর্মমতের অনুরাগী ছিলেন।

~~কেক~~-কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাই নয় প্রচার ও প্রসারের কাজেও কনিষ্কের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বৌদ্ধ ঐতিহ্য থেকে জানা যায় কনিষ্ক সুলি (কাশগড়), নি-পালি (নেপাল), এবং চীনে বুদ্ধের মহান শিক্ষাগুলিকে প্রচারের জন্য উদ্যোগ নেন। পরবর্তীতে কোরিয়া-জাপান ছাড়া বহু দেশে বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী হলেও অন্য ধর্মের প্রতি সংকীর্ণতা দেখান নি। মুদ্রা থেকে জানা যায় হিন্দু দেবতা শিব, গ্রীক দেবতা হেলিয়াস আর গ্রীক দেবতা আর্টেমিস এবং সুমেরীয় দেব-দেবীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল। অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিকৃতি নিজ মুদ্রায় খোদাই করে ধর্ম সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন কনিষ্ক। মৌর্য পরবর্তী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী হিসাবে কনিষ্ক এই ধর্মমতের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূরীকরণ, ভারত এবং ভারতের বাইরে বুদ্ধের মহান বাণীর প্রচারের যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কনিষ্কের রাজত্বকালে তার রাজনৈতিক অবদানের তুলনায় ধর্মীয় অবদানটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই শাক্যমুনির ধর্মপোষক হিসাবে তাঁর অবদান সম্পর্কে ড: হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মন্তব্য যথার্থ।